প্রথম আলো

তারিখ ...22 JAN 2006...
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২

ঢাকার প্রথম

# হাকিম হাবীবুর রহমানের ইউনানি কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্রিটিশ-ভারতের শেষ দিকে ১৯৩০ সালে ঢাকায় তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ নামে একটি ইউনানি বা কবিরাজি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, তখন বাংলাদেশে ইউনানি বা কবিরাজি চিকিৎসা বেশ জনপ্রিয় এবং কার্যকর থাকলেও এজন্য স্থানীয়ভাবে একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। আর এ মহতী উদ্যোগে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন ঢাকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যাঙ্গনের মধ্যমণি হাকিম হাবীবুর রহমান (১৮৮১—১৯৪৭)।

এ প্রসঙ্গে ঢাকার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হাশেম সুফি বলেন, 'প্রাচীনকাল থেকে ঢাকায় ইউনানি ও হারবাল চিকিৎসার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজটিই প্রথম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রখ্যাত চিকিৎসক হাকিম হাবীবুর রহমানের।' হাশেম সুফি সূত্রে আরো জানা যায়, হাকিম সাহেব ঢাকা সরকারি মাদ্রাসা, কানপুরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভি এবং লক্ষ্ণৌ, দিল্লি থেকে শিক্ষা ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে ১৯০৪ সালে একজন ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হাকিম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

হাকিম হাবীবুর রহমান যেহেতু তৎকালীন বাংলার শীর্ষস্থানীয় হাকিম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, সেহেতু তার ইউনানি কলেজটি অল্পদিনের ব্যবধানে বেশ সুনাম অর্জন করে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ওই কলেজে পড়াশোনা করার জন্য অনেক শিক্ষার্থী ভিড় করতেন। কলেজ চালানোর পরও তিনি নিয়মিত রোগী দেখতেন। পরবর্তীকালে তিনি কবিরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রে কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের বিবরণ থেকে জানা যায়, পুরনো ঢাকার ঐতিহাসিক ছোট কাটারা এলাকায় হাকিম হাবীবুর রহমান থাকতেন। দিল্লি-লক্ষ্ণৌ থেকে ইউনানি চিকিৎসায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে বাড়িতেই তিনি একটি দাওয়াখানা দিয়েছিলেন। পরে সেখানে তিব্বিয়া হাবীবিয়া ইউনানি কলেজ স্থাপন করেন। দাওয়াখানায় রোগীর চিকিৎসা ছাড়াও গুণীজনদের একটা আড্ডা বসত। সে আড্ডায় খাজা আজম, পুরাতত্ত্ববিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও ইতিহাসবিদ তৈফুরসহ আরো অনেকে আসতেন। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক তার মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—'তার পেশা ছিল চিকিৎসা এবং তিনি অত্যন্ত উঁচু দরের চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তার নেশা ছিল অনেকগুলো—সাহিত্য, ইতিহাস গবেষণা, রাজনীতি, সমাজসেবাসহ আরো অনেক কিছু।'

*এ বাড়িতেই ছিল ইউনানি কলেজটি*

ইউনানি চিকিৎসা ও কলেজ চালানোর পরও তিনি বেশ কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। বইগুলো হলো : ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে, আসুদগান-এ-ঢাকা, আল ফারিক ও হায়াত-এ-সুকরাত। তার আরো কিছু পুস্তিকা অমুদ্রিত অবস্থায় রয়েছে। সাপ্তাহিক আল মাশরিক ও মাসিক জাদু নামে দুটি উর্দু পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তার সংগৃহীত অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন ও মুদ্রা ঢাকা জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করেছে।

হাকিম হাবীবুর রহমান নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহসহ নানা বিত্তশালী জমিদারদের গৃহচিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। জনশ্রুতি রয়েছে, হায়দরাবাদের নিজাম তাকে মাসিক ১০ হাজার টাকা বেতনে গৃহচিকিৎসক নিয়োজিত করতে চাইলেও তিনি জন্মস্থান ঢাকা ছেড়ে যেতে রাজি হননি। কিংবদন্তি ঢাকা গ্রন্থের লেখক নাজির হোসেনের তথ্য থেকে জানা যায়, হাকিম হাবীবুর রহমান শুধু ঢাকায় নয়, কলকাতাতেও একই নামে একটি কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিদেশী ওষুধের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশী গাছ-গাছড়া দিয়ে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাপদ্ধতি জনপ্রিয় করার জন্য আমৃত্যু সাধনা করে গেছেন। একই সঙ্গে শিক্ষিত আলেম ও ইমামদের ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রে সংযুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাকে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ সালে 'শেফাউল মুলক' বা দেশের রোগ মুক্তিদাতা উপাধি দেন। তিনি মুসলিম লীগের আহ্বানে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সম্মান পরিত্যাগ করে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের পরিচয় দেন। ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যুর প্রায় ৫৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও ইউনানি চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তার ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত আছে।